মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
সুরক্ষিত হবে মানবাধিকার

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)
বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ইমেইলঃ info@nhrc.org.bd; হেল্পলাইনঃ ১৬১০৮

স্মারকঃ এনএইচআরসিবি/প্রেস বিজ্ঞ-২৩৯/১৩-১২০ তারিখঃ ২১।১২।২০২১

প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ

'মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধ' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ, মানবাধিকার বৃত্তি কার্যক্রম ও অনলাইন মানবাধিকার প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন এবং 'যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন- ২০২১' এর খসড়া হস্তান্তর উপলক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আজ সকাল ১১.০০ টায় লেকশোর হোটেলে এক অনুষ্ঠান আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে সদয় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নাছিমা বেগম, এনডিসি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সম্মানিত সদস্য তৌফিকা করিম এবং বিষয়ভিত্তিক কমিটির সদস্যগণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কমিশনের সচিব নারায়ণ চন্দ্র সরকার।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে রচনা প্রতিযোগিতায় মাননীয় প্রধান অতিথি বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ ও 'মানবাধিকার বৃত্তি' কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। দ্বিতীয় পর্বে- কমিশনের চেয়ারম্যান 'যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন- ২০২১' এর খসড়া মাননীয় মন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করেন। তৃতীয় পর্বে- মাননীয় মন্ত্রী অনলাইন মানবাধিকার প্রশিক্ষণ কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক বলেন, "মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যকরনে যা যা উপাদান থাকতে হয় তাঁর সবটাই ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বর্বরতার মধ্যে ছিল। ১৯৭৫ সালে আবারো আমরা মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত হতে দেখেছি। ২০০৯ সালে তাই মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করে বর্তমান সরকার। মানবাধিকার কমিশনকে আরও সুসংগঠিত করতে হবে। আমরা উন্নয়নের রোল মডেল। এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে মানবাধিকারের বিকাশ ঘটাতে হবে। বাক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে সরকার সচেষ্ট এবং শ্রদ্ধাশীল। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ"। তিনি আরও বলেন, "কমিশনের বিষয়ে বিভিন্ন সমালোচনা থাকতে পারে। তবে, মানবাধিকার সুরক্ষিত রাখার প্রত্যয় নিয়ে মানবাধিকার কমিশনকে তাদের কার্যক্রম জোরালভাবে চালিয়ে যেতে হবে"।

বিশেষ অতিথি মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, "বাংলাদেশের মানুষের অধিকার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু তাঁর ত্যাগের মাধ্যমে আজীবন আমাদেরকে ঋণী করে গিয়েছেন। মানবাধিকার বিষয়ক প্রচারনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই রচনা প্রতিযোগিতা। মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এর মাধ্যমে। মৌলিক অধিকার সুরক্ষার জন্য বিশ্বব্যাপী আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রশংসিত হচ্ছেন। নারী- পুরুষের সমতাসহ প্রান্তিক মানুষের অধিকার সুরক্ষায় আমরা কাজ করছি। অনুদান নির্ভরতা থেকে সরে এসে কারো দেখিয়ে দেয়া পথ অনুসরণ না করে মানুষের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে বর্তমান সরকার"। তিনি আরও বলেন, "আমেরিকায় যারা ক্ষমতা, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রন করে, তাদের ওখানে দেখেছি পুলিশ কিভাবে গুলি করে প্রকাশ্যে হত্যা করছে, পুলিশের অনুমতি ছাড়া সমাবেশ করা যায়না, তাদের প্রেসক্রিপশনে চলা কি সম্ভব? আমাদের দেশে বাক স্বাধীনতা আছে, বিচার বিভাগ স্বাধীন। মানবাধিকার প্রশ্নে শতভাগ কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারিনি এটা সত্য। কিন্তু আমাদের অঙ্গীকার আছে আমরা কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছাব।"

কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি বলেন, "কমিশন কর্তৃক হস্তান্তরকৃত 'যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন- ২০২১' এর খসড়া মাননীয় মন্ত্রী চূড়ান্ত করবেন বলে কমিশনের প্রতীতি"। কমিশনের কার্যক্রমের সমালোচনা বিষয়ে উল্লেখ করে তিনি বলেন, "মানবাধিকার মানে কি শুধু গুম খুনের বিচার চাওয়া? নারীর অধিকার, প্রতিবন্ধি ব্যক্তির অধিকার, কর্মের অধিকার কি মানবাধিকার নয়? কমিশন আইনে বলা আছে, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানে মানবাধিকার লঙ্ঘন হলেও আমরা পদক্ষেপ নিতে পারি। এমন নয় যে, শুধু রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন হলেই আমাদেরকে পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদের যদি বলা হয় আমাদের

কাজগুলো মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ের কাজ তাহলে কি গুম খুনের অভিযোগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের কাজ? শুধু সমালোচনার জন্য সমালোচনা সমীচীন নয়। একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গঠনমুলক সমালোচনা জরুরি। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় আমরা আইন অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি। আমরা ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ অনান্য দপ্তর থেকে দ্রুত প্রতিবেদন পাচ্ছি। আমি প্রশাসনের সকলকে অনুরোধ করব মানবাধিকার কমিশনের চাহিত প্রতিবেদন দ্রুততার সাথে প্রেরণের জন্য।”

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ শুরুতে সকলকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পরিচ্ছন্ন মানসিকতায় গড়ে উঠবে এবং তারাই দেশকে গড়ে তুলবে। স্বাধীনতা ধরে রাখার জন্য মানবাধিকারের দৃঢ় প্রত্যয়ে আমাদের সংবিধান দিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই সংবিধান অনুসরণ করে তারা গড়ে তুলবে আমাদের ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, রাজশাহী বিভাগের সম্মানিত বিভাগীয় কমিশনার ড. মোঃ হুমায়ূন কবীর, চট্টগ্রাম বিভাগের সম্মানিত বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ কামরুল হাসান এনডিসি, চাঁপাইনবাবগঞ্জের জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মঞ্জুরুল হাফিজ। সেরা প্রতিযোগীদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন ক গ্রুপের অর্পা গুহ, রাজইর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মাদারিপুর এবং খ গ্রুপের-সামিনা রহমান, সরকারি কেএমএইচ কলেজ, ঝিনাইদহ।

তৃণমূল হতে কেন্দ্র পর্যন্ত কিশোর-কিশোরীদের মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আয়োজিত মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধ শিরোনামে রচনা প্রতিযোগিতায় দেশব্যাপী ৯ম-১০ম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর প্রায় ১ লক্ষ ৫২ হাজার শিক্ষার্থীর স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে। ৬৪টি জেলা হতে ক গ্রুপের সেরা ১০ জন ও খ গ্রুপের সেরা ১০ জন করে মোট ১২৮০ জন প্রতিযোগীর রচনা সম্মানিত বিচারক বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, কথা সাহিত্যিক আনিসুল হক এবং শিশু একাডেমীর সাবেক পরিচালক ও বিশিষ্ট ছড়াকার আনজির লিটন-এঁর মাধ্যমে মূল্যায়ন করে ৭০ ও তদূর্ধ্ব নাম্বার পেয়েছে এমন ৩৪৭ জন প্রতিযোগীকে মেডেল প্রদানের জন্য কমিশন থেকে নির্বাচন করা হয়। উক্ত বিচারকগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে কমিশনের ১০ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে দুটি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে ৩৪৭ জন প্রতিযোগী অনলাইনে মৌখিক কুইজে অংশ নেয়। তাদের সার্বিক পারফর্মেন্স বিবেচনায় চূড়ান্তভাবে ক গ্রুপ থেকে ৫০ জন ও খ গ্রুপ থেকে ৫০ জন, মোট ১০০ জন সেরা প্রতিযোগী নির্বাচন করা হয়।

মেডেলপ্রাপ্ত এই ৩৪৭ জন শিক্ষার্থী Human Rights Defender হিসেবে এবং মানবাধিকার বৃত্তিপ্রাপ্ত এই ১০০ জন শিক্ষার্থী Human Rights Ambassador হিসেবে কাজ করবে বলে কমিশনের প্রতিতি। মানবাধিকার বৃত্তিপ্রাপ্ত সেরা ১০০ জন শিক্ষার্থী জানুয়ারি ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩, দুই বছর মেয়াদে দুই হাজার টাকা করে তাদের ব্যাংক হিসাবে প্রাপ্ত হবেন। ৩৪৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্য হতে ঢাকা বিভাগের ১০ জন শিক্ষার্থী মাননীয় প্রধান অথিতির নিকট হতে মেডেল গ্রহণ করেন, বাকি ৩৩৭ জন স্ব স্ব বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারগণের নিকট হতে মেডেল গ্রহণ করেন।

ধন্যবাদান্তে,

স্বাক্ষরিত/-
ফারহানা সাঈদ
জনসংযোগ কর্মকর্তা
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ
মোবাইলঃ ০১৩১৩৭৬৮৪০৪